সমুদ্রের কৌশলগত অঞ্চল ভারতের কাছে বিক্রি করে বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সরকারের বিজয়ের ছিটগ্রস্থ দাবি!

গত ০৭/০৭/২০১৪ তারিখে হেগে অবস্থিত জাতিসংঘের একটি ট্রাইব্যুনাল বসতিহীন একটি দ্বীপকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ-ভারতের ৪০ বছরের বিতর্কের বিষয়ে রায় প্রদান করেছে। হাসিনা সরকার বিষয়টির উপর রায় চেয়ে এই ট্রাইব্যুনালের দরবারে গিয়েছিল এবং এই রায়টিকে তারা সমুদ্র-বিজয় বলে অভিহিত করেছে কারন ২৫,০০০ বর্গ কিলোমিটারের ওই এক্সক্লুসিভ অর্থনৈতিক অঞ্চলের চার-পঞ্চমাংশ বাংলাদেশ পেয়েছে। ততসত্ত্বেও, ভারতকেই স্পষ্টতঃ এই রায়ে উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল কারন দ্বীপটি ভারতের কবলেই গিয়েছে।

মন্তব্যঃ

বঙ্গোপসাগরের তীর হতে দূরে অবস্থিত দক্ষিন তালপট্টি নামক দ্বীপটিতে রয়েছে তেল-গ্যাসের বিশাল ভান্ডার। ভারতের মূলধারার কিছু প্রখ্যাত সংবাদ মাধ্যম এই রায়ের প্রেক্ষিতে জানিয়েছে এই দ্বীপটির উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ এবং সংযুক্ত হারিয়াভাঙ্গা নদীর ভেতরের প্রবেশাধিকার ভারতের জন্য এক বিশাল কৌশলগত বিজয় কারন এই অঞ্চলটি ভারতের সর্ববৃহৎ হাইড্রোকার্বন ভান্ডার তথা অন্ধ্র প্রদেশের কৃষ্ণা-গোদাভারি অববাহিকার চেয়েও দিগুণ তেল-গ্যাস ধারণ করে। এটা খবরে এসেছিল যে ভারত সেই ২০০৬ সালেই এই অঞ্চলে ১০০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট হাইড্রোকার্বন মজুদ পেয়েছিল। সেই সময় থেকেই ভারতীয় বিএসএফ এই অঞ্চলে অবস্থান করে আসছিল।

যেহেতু রায়টির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলটি ভারতের করায়াত্তে চলে গেল, এটা আসলেই জাতিকে অবাক করেছে কি করে একে হাসিনা সরকার সমুদ্র-বিজয় বলে দাবি করছে! তাছাড়া দ্বীপটি অনেক আগেই পানিতে তলিয়ে গিয়েছে সরকারের এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে, বিষয়টি ট্রাইব্যুনালে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে শুরু থেকেই সরকার জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে এবং প্রতারণামূলক ভাবে ভারতকে অঞ্চলটি দখলে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের জনগণের জন্য হাসিনা এবং তার মতো প্রতারক শাসকদের ছুড়ে ফেলে দেয়ার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। এই শাসকরা কখনই দেশের মানুষের পরোয়া করেনি, বরং সব সময় তাদের মার্কিন-ভারত প্রভুদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে আসছে। এরা হচ্ছে সে সব মুনাফিক যারা দাবি করে যে তারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার উপর বিশ্বাসী, কিন্তু তারপরও তারা কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী ব্যবস্থার রায় কামনা করে:

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তারা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা সেটাকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়।" [সূরা আন-নিসাঃ ৬০]

মুসলিমদের উপর দায়িত্ব হল এই পুতুল সরকারগুলোকে উৎখাত করা যারা সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদী কাফির এবং জাতিসংঘসহ তাদের অত্যাচারের হাতিয়ারগুলোর সামনে অবনত থাকে। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোন ভাবেই মুসলিমদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে দেয়া যাবে না। মুসলিম ভুমিগুলোর এসব তাঁবেদার শাসকদের, যারা উম্মাহ্'র প্রাকৃতিক সম্পদ কাফিরদের প্রতিষ্ঠানগুলোর দারস্থ হয়ে হাতছাড়া করে দিচ্ছে, হটানোর ক্ষেত্রে মুসলিমদের পক্ষ থেকে যে কোন রকমের গাফেলতি কবিরা গুনাহ্ হিসেবে সাব্যস্ত হবে মুনকার মেনে নেয়ার কারনে।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিসের জন্য লিখেছেন

ইমাদুল আমিন, হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সদস্য

০৩ শাওয়াল, ১৪৩৫

৩০/০৭/২০১৪